দৈনিক ইনকিলাব
43 21 JUN 199৪
পৃঃ ৭ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শিক্ষক শিক্ষাঙ্গন পাঠ্যপুস্তক

ইউসুফ শরীফ

...ক জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াতে পারেন? দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে অবাক হতে হবে। কেননা, দেখা যাবে একজন শিক্ষককে গড়ে একশ' থেকে একশ' বিশজন ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করতে হয়। এটা এক অসম্ভব ব্যাপার। একজন শিক্ষক যত যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞই হোন না কেন; তার পক্ষে একশ' জন ছাত্র-ছাত্রীর সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দিয়ে পাঠদান কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান নানা কারণেই দুরূহ কাজ। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই কোমলমতি শিশু। তাদেরকে পড়াশোনায় নিবিষ্ট করে তোলার জন্য শিক্ষককে শুধু শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেই ভাল ধারণার অধিকারী হতে হবে না, তাকে একেক জন শিশুর পেছনে বেশ সময়ও ব্যয় করতে হবে। আর তা করতে গেলে একজন শিক্ষকের পক্ষে সর্বোচ্চ ২০/২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সুচারুরূপে পাঠদান সম্ভব। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রাথমিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একজন শিক্ষক এক সাথে ১৫/২০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করেন না। ফলে তারা প্রতিটি শিশু ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সমান নজর দিতে পারেন; তাদের মধ্যে শিক্ষার মজবুত বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারেন।

শিশু ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ এবং তাদের কোমল মনে শিক্ষার মূল ভিত্তি গড়ে তোলার এই বিষয়টি যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবীদার, তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশে শিক্ষার ওপর, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। গত সরকারের আমলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপআউট হ্রাস পেয়েছে। একদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে, অন্যদিকে মাঝপথে বিদ্যালয় ত্যাগ করার সংখ্যা কমে এসেছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়ছে। শুধু শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ফলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিভাবকরাও এখন তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আগেকার তুলনায় অনেক বেশী উৎসাহী। বস্তুত গত সরকারের আমল থেকেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও তখন থেকেই একই ধরনের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বার্ষিক বাজেটে শিক্ষা খাতে

বৈপ্লবিক সাফল্য অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। এই দেশটিতে এ যাবত শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনেক সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও শোনা গেছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আকাংক্ষিত ফলাফল প্রায় কখনই পাওয়া যায়নি। এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে দেশের মানুষ আজ অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বুঝেছে যে, সরকার মুখে যাই বলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন কদাচিৎ ঘটে থাকে। অন্যদিকে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশটি আজ ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এই অবস্থা থেকে জাতি হিসেবে আমাদের উদ্ধার অসম্ভব—একথা সত্য নয়। প্রকৃত সত্য অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট নই। লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত বিধি-ব্যবস্থাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহলবিশেষের ধ্যান-ধারণা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণীত বলেই একপেশে। সর্বোপরি, ঘোষিত বিধি-বিধান যে কার্যকর করতে হবে এবং তার ফলাফল জনগণের নাগালে পৌঁছে দিতে হবে, এই মনোভাব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনুপস্থিত। শিক্ষা নিয়ে যে এত চমৎকার সব কথা বলা হচ্ছে, এত বিধি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, তারপরও কি শিক্ষার সকল মৌলিক বিষয়ে সমান নজর দেয়া হচ্ছে, সমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে? শিক্ষার প্রধান চারটি বিষয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয় ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাঙ্গন ও পাঠ্যপুস্তকের কথা। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে এবং ড্রপআউট কমছে। এ দু'টিই শুভ লক্ষণ। বহুদিন ধরে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়াটা বড় সমস্যা ছিল। এ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, বিস্তর চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গত সরকারের আমলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ার পর মোটামুটি ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই কর্মসূচী আরো কার্যকরভাবে পরিচালিত হলে আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে—এটা এখন

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির আগেও ছাত্র অনুপাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল বেশ কম। এখন শিক্ষকের অনুপাতিক সংখ্যা আরো কমেছে। ফলে আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও শিক্ষকদের পক্ষে আজকের বর্ধিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দিয়ে পাঠদান সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ করে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সময় মতো ক্লাসে আসেন না, মনোযোগ দিয়ে পাঠদান করেন না, বিদ্যালয় থেকে অন্যবিধ কাজকর্মেই তাদের উৎসাহ বেশী— এসব অভিযোগও বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। এসব সম্পর্কে শিক্ষকদের একতরফা দোষারোপ করার আগে তাদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থার কথাটিও বিবেচনা করতে হবে। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের তুলনায় বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যে অবহেলিত—এটা সবারই জানা। শুধু তাই নয়, সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদেরও কোনো কোনো অংশ বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উদাসীনতার শিকার। ফলে, শুধু বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক নয়, সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশও মানসিক দিক দিয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। তাদের অনেকে বেঁচে থাকার তাগিদে আর্থিক নির্ভরতার জন্য দ্বিতীয় কোনো পেশা বা পার্টটাইম পেশার দিকে ঝুঁকে পড়বেন এটা অস্বাভাবিক নয়। গ্রামাঞ্চলে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকেই যে বিদ্যালয় ছাড়াও ভিন্নতর কাজকর্মে জড়িয়ে আছেন—একথাও তো অজানা নয়।

শিক্ষাঙ্গন বা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে এবং সরকারীর চেয়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাই বাড়ছে বেশী। অধিকাংশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই পাকা ঘর পর্যন্ত নেই, নেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ধিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলানের সমস্যা লেগে আছে। যেমন শিক্ষকের অভাবে অনেক শ্রেণীতে শাখা গঠন করা যাচ্ছে না; তেমনি, এই শ্রেণীকক্ষের অভাবও রয়েছে। এরপর বলতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের কথা। টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক নানা ভুল-ত্রুটি ও অসঙ্গতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বহু খবর প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনা, ধর্মীয়-সামাজিক অনুভূতি শিশু শ্রেণীগুলোর পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না, এমন খবরও কম প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু, এসবের বিশেষ কোনো সুরাহা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের অপর দিকটি আরো উদ্বেগজনক। দেশে এখন কয়েক ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকও কয়েক প্রকারের। এতে করে, ভবিষ্যতে যে কয়েক ধরনের শিক্ষিত নাগরিক গড়ে ওঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে, এমন কথা এখনও বলা যাবে না। শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের বেতন-ভাতাসহ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে তাদেরকে পাঠদান কার্যে আন্তরিক, নিষ্ঠাবান, মনোযোগী হতে বলা যাবে না। কেননা, প্রয়োজন কোনো আইন মানে না। আর এ কারণেই তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যতর কাজকর্মে নিজেদের বেশী করে নিয়োজিত রাখছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল রেজাল্ট করা ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহী হবেন। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ করে, বর্তমানে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে বেঞ্চ-টেবিল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করতে না পারলে বর্ধিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনা ব্যাহত হতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ জাতীয় চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয়-সামাজিক মূল্যবোধ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রণীত না হলে, এই শিক্ষা জাতি গঠনে আকাংক্ষিত সুফল বয়ে আনতে পারবে না। এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী না হয়ে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শিক্ষার ওপর যত গুরুত্বই আরোপ করা হোক, তা বিশেষ ফলদায়ক হবে না, হতে পারে না।